Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অভিধান-প্রসঙ্গ : টার্নার ও সুকুমার সেন

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.5
Pages	135-156
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

অভিধান-প্রসঙ্গ : টার্নার ও সুকুমার সেন

মনোয়ারা হোসেন

বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য সুকুমার সেনের *An Etymological Dictionary of Bengal* (1000-1800 A.D.) এবং র‍্যাল্‌ফ টার্নারের *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages* অভিধানদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা। সুকুমার সেনের অভিধানে (প্রকাশ : ১৯৭১) মূল শব্দের সংখ্যা ১৫ হাজার। সময়সীমা চর্যাপদ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত—বিবেচ্য বিষয় শুধু বাংলা শব্দ। টার্নারের অভিধানে (প্রকাশ : ১৯৬৬) বাংলা ছাড়াও সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষাও বিবেচ্য—এটি প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-আর্য ভাষার তুলনামূলক অভিধান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় ও' দুটি অভিধান অত্যাবশ্যকীয় *রেফারেন্স*-গ্রন্থ॥

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান প্রবন্ধটিতে দুটি অভিধানের আলোচনা রয়েছে। একটি সুকুমার সেনের *AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF BENGAL* (1000-1800 AD); অন্যটি *Ralph Turner*-এর *A COMPARATIVE DICTIONARY OF THE INDO ARYAN LANGUAGES.*

সুকুমার সেনের অভিধানে চর্যাপদের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার শব্দ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রাচীন সীমা ধরা হয়েছে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ আর সর্বনিম্ন সীমা বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ— ম্যথুর গসপেলের বাংলা অনুবাদের ভিত্তিতে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ। অভিধানটিতে বাংলা শব্দ বলতে শুধুমাত্রা তদ্ভব শব্দাবলিকেই বুঝান হয়নি। মূলত উপর্যুক্ত সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী প্রভৃতি শব্দবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অভিধানটিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত গদ্য ভাষা বা কাব্যগ্রন্থ থেকে শব্দ নেয়া হয়েছে। সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব (১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে প্রায় চারশত শব্দ এবং পাল ও সেন রাজাদের উৎকীর্ণ লিপি থেকেও বেশ কিছু শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপির দু'একটি শব্দও উপাদান হিসাবে এসেছে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত ২/১টি কাব্য বা গদ্য রচনার নমুনা অনেক কৌতুহলজনক শব্দের পরিচয় দিয়েছে যা অষ্টাদশ শতকের অন্ত্য পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে *করুণা নিধান বিলাস*-এর উল্লেখ করতে হয় যা ১৮১৩'র আগে সংকলিত এবং ১৮২০-এ প্রকাশিত নমুনা হিসেবে গৃহীত রচনার অধিকাংশই মুদ্রিত হলেও বেশ কিছু রচনা শুধুমাত্র প্রাচীন পুথিতেই রক্ষিত। সাহিত্যিক রচনা ছাড়াও এ অভিধানটিতে বিদেশিদের দ্বারা সংকলিত তিনটি শব্দকোষ থেকেও উপাদান সংগৃহীত হয়েছে (সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী)। উপর্যুক্ত সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত অনেক শব্দ উদাহরণ হিসাবে এসেছে যা সংস্কৃত অভিধান বা শব্দকোষে নেই। সুকুমার সেনের অভিধানটিতে প্রায় ১৫ হাজার (১৪৮৯) প্রধান শব্দ নেয়া হয়েছে যা বস্তুতপক্ষে উদাহরণসহ প্রায় ২০ হাজার শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফারসি, আরবি বা তুর্কি উৎস থেকে আগত শব্দের সংখ্যা প্রায় ১৭ শত (১৬৯৬)। এ ধরনের শব্দের আনুপাতিক হার প্রায় ১১ : ৩; এখানে কিছু ইউরোপীয় শব্দ আছে, তবে এসব শব্দের সংখ্যা সামান্য। অভিধানটির দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডটিতে রয়েছে ভূমিকা। শব্দসংক্ষেপ, তথ্যনির্দেশ, সহায়ক গ্রন্থের তালিকা, প্রতিবর্ণীকরণ অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের জন্য যে ইংরেজি বর্ণ গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে ধ্বনিতাত্ত্বিক রীতিতে শব্দগুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে তার উল্লেখ। অভিধানটি ১৯৭১ সালের ১১ জুন ইস্টার্ণ পাবলিসার্স, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছে। যে সব গ্রন্থ বা রচনা থেকে শব্দ নেয়া হয়েছে সেসব গ্রন্থের কালসহ তালিকা *রেফারেন্সে* আছে। বাংলা শব্দের ক্রম অনুসারে প্রধান শব্দগুলিকে বিন্যাস্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শব্দের পরে আছে–

অর্থ, কোন ধরনের শব্দ, উৎস, যে গ্রন্থ থেকে শব্দটি নেয়া তার পরিচয়, প্রয়োজনে ব্যাকরণিক বিষয় উদাহরণ, উদাহরণের অনুবাদ। যেমন :

পৃষ্ঠা ১৫৯ KUNTARI : a kind of pillow :
sithane paithane dila ~ balis. (শিথানে পইঠানে দিল কুন্তরি বালিস)

At the head and the end (of the bed) (she) placed K. pillows. Tantra: (মনসা-মঙ্গাল/তন্দ্র বিভুতি পাণ্ডুলিপি : 17c)

পৃষ্ঠা ২২১ : GABHA : Chaput. Tadbhava. garbhaka

*akandha-vilambita kese malatir (a)— (স্কন্ধ-বিলম্বিত কেশে মালতীর গাভা)

(There was) a Chaplet of Malati flowers on (his) dangling hair [চৈতন্য মঙ্গাল : লোচনদাস : 16C]

* kavari beriya dila mailikar (a)— (কবরী বেড়িয়া দিল মল্লিকার গাভা)

Around the Chignon (she) put a Chaput of Mallika flowers. (চণ্ডীমঙ্গাল, মুকুন্দরাম 16C-বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি)

*Suranga Sundar (a)— dila śiśugane (সুরঙ্গ সুন্দর গাভা দিল শিশুগণে) : They gave nice colourful chaplets to the boys. [গোবিন্দমঙ্গল : শ্যামদাস এবং পাণ্ডুলিপি]

শব্দের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

পৃষ্ঠা ১৬ : অরণ <অরণ্য [রসিকমঙ্গাল : ঘনশ্যাম 17c]
* বন
* অর্ধতৎসম শব্দ।

পৃষ্ঠা ১৬ : *অরঘান* : অগ্রহায়ণ [মনসামঙ্গাল : বিষ্ণুপাল : 17-18c]
* অগ্রহায়ণ মাস
* অর্ধতৎসম।

পৃষ্ঠা ৩৭ *আড়জ্ঞা* : আ-দ্রজ্ঞা : *Cf* পারশী আলজ্ঞা [প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র-সংকলন 18c]
* গুদামঘর
* তদ্ভব শব্দ।

পৃষ্ঠা ৬৬ : *অগিনা* : অঙ্গিনক [চৈতন্যমঙ্গাল : জয়ানন্দ : 16c]
* গৃহপ্রাঙ্গন
* তদ্ভব শব্দ।

পৃষ্ঠা ৮১ : *উঠানি* : উৎ-স্থানিক [মনসা মঙ্গল : বিষ্ণুপাল, রামায়ণ, উত্তর-কাণ্ড : কৃত্তিবাস]
* I. সুদ, স্বার্থ, সুবিধা, হিত, বিশেষ মনোযোগ, আয়, মাসুল;
* II. যুদ্ধে নিয়োগ।

পৃষ্ঠা ৯৪ : *উয়ারি* [অভয়ামঙ্গল : রামদেব ।7c]
* কার্যালয়, কার্যস্থান।

পৃষ্ঠা ৯৪ : *উষা বালি* [মনসামঙ্গল : বিষ্ণু পাল ।7-18c]
নর্তকী
তৎসম+তদ্ভব

পৃষ্ঠা ১০২ : *ওয়ারি* : অবতরিক [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন : বড়ু চণ্ডীদাস ।16-18c]
* নদীর ঘাট; নদী প্রভৃতির যে স্থান হেঁটে পার হওয়া যায়
* তদ্ভব শব্দ।

পৃষ্ঠা ১৫৬ *কুজি* : কূজিক– কূজ থেকে এসেছে যার অর্থ একই হবে ক্রমাগত উচ্চারণ [টীকাসর্বস্ব : সর্বানন্দ ।12c]
* মশা
* তদ্ভব শব্দ।

পৃষ্ঠা ১৯৭ : খেজারি [চণ্ডীমঙ্গল : মুকুন্দরাম ।16c]
খাবার জন্য ব্যগ্র দাবি।

পৃষ্ঠা ২১১ : *গনতা* [I. ইজারাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি ১৭৯৩; II. কর্ণওয়ালিস কোড ১৭৯৩]
* I. ক্ষতিকর, পীড়াদায়ক
II. বেআইনী সভা

পৃষ্ঠা ২২১ : *গানহারী* *গানভারিক [করুণানিধান বিলাস : জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৩]
* গায়িকা
* হিন্দী : তদ্ভব শব্দ

পৃষ্ঠা ২২৮ : *গুড়ালি* [ইজারাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি ১৭৯৩]
* গ্রীবা বা ঘাড়ের গ্ল্যান্ডস।

পৃষ্ঠা ২৫১ : *ঘিবী* : *ঘৃতিক [টীকাসর্বস্ব : সর্বানন্দ ।12c]
* মগজ : ঘিয়ের মত
* তদ্ভব শব্দ।

পৃষ্ঠা ২৬৪ : *চর্মাচিল* [ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম কবিরত্ন ।18c]
* বাদুর প্রজাতির ক্ষুদ্র প্রাণী
নব্য বাংলা : চামচিকা।

পৃষ্ঠা ২৬৫ : *চশিমা* : চসমক [বোকবুলরিও]
* চশমা (নব্যবাংলা)
* পারশী শব্দ।

পৃষ্ঠা ২৭৯ : *চিপুটী* : cf late Skt চিপুট [করুণানিধান বিলাস]
* ক্লিপের মত সংলগ্ন/দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন।

পৃষ্ঠা ২৯১ : *চৌরঙ্গী* : [চর্যাগীতি পদাবলী; ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ]
i. যোগীদের পৌরাণিক সিদ্ধপুরুষ, ঋষি
ii. এক ধরনের বাতরোগ।

পৃষ্ঠা ৩০৫ : *ছেনচুনি* [বেঙ্গালি-পর্তুগীজ ভোকাবুলারি]
* নিষ্পষণ যন্ত্র, হাতুড়ী।

পৃষ্ঠা ৫১৭ : *পজারু* : [বেঙ্গালি-পর্তুগীজ ভোকাবুলরি]
*বাহক, মুটে, সাইকেল বা গাড়ির যে অংশে মাল বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয়।
*তদ্ভব শব্দ; হিন্দী।

পৃষ্ঠা ৫৯৫ : *ফিবরিল* [ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হ্যালহেডের সংগৃহীত দলিল দস্তাবেজ।8c]
*ফেব্রুয়ারী মাস
* ইংরাজী শব্দ।

পৃষ্ঠা ৬৫৬ : *বিগতি* : রির্গতি [ধর্মমঙ্গাল : মানিকরাম।8c: করুণানিধান বিলাস]
অসুবিধা, বিপদ, অনিষ্ট।

পৃষ্ঠা ৭৭৭ : মেঘনা : মেঘনক [বেঙ্গালী-পর্তুগীজ ভোকাবুলরি] cf খকবেদ মোহনা—প্রাচুর্য, প্রবাহিত অর্থে।
* গভীর জল।

পৃষ্ঠা ৯৯৬ : *হেমন্ত* : হিমরন্ত [রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড : কৃত্তিবাস]
* হিমালয় পর্বতমালা (পুরানে নবত্ব আরোপিত)
* অর্ধতৎসম।

উপর্যুক্ত উদাহরণ ছাড়াও অভিধানটিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবহৃত প্রচুর শব্দের পরিচয় রয়েছে। উৎস ও অর্থনির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে শব্দগুলির গঠন বা ব্যাকরণিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অভিধানটিতে ক্রিয়া, সর্বনাম শব্দ এবং বেশ কিছু প্রত্যয় বিভক্তির ব্যবহারের উদাহরণ আছে, যেমন 'এক' প্রত্যয়টির উল্লেখ করা যায় :

পৃষ্ঠা ৯৫ । + *এক* : অনির্দিষ্ট প্রত্যয় (With the implication of eka 'one'.)

*মহাপুরুষেক – কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি [চৈতন্য ভাগবত : বৃন্দাবন দাস 16c]

*কাকরেক – একটি কাকড়া [হেয়াত মামুদ রচনাবলী 18c]

*দিনেক – একটি দিন [কবীন্দ্র মহাভারত 16c]

*বৎসরেক - প্রায় এক বৎসরের জন্য [চৈতন্য চরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ 16c]

*বরিষেকের – এক বৎসরের [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বড়ু চণ্ডীদাস 16-18c]

*যোজনেক – এক যোজনের মত দূরত্ব [চৈতন্যমঙ্গাল : লোচন দাস 16c]

*মাসেক – এক মাসের জন্য : মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ [চৈতন্য চরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ 16c]

২. এক : প্রত্যয় যা সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক বিশেষণের সাথে যুক্ত হয়। সম্ভবতঃ করণ অধিকরণের 'এ'র সাথে 'ক' যুক্ত হয়েছে।

*এতেক : This much

*কতেক : That much

*যতেক : as much

*ততেক : By that much

[চৈতন্য চরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ 16c]

অভিধানটিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের এমন অনেক শব্দ আছে যা একই উৎস থেকে নির্গত, কিন্তু ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। যেমন অর্ধতৎসম খড়িকা (১৭৮ পৃষ্ঠা) শব্দটি কখনো ঘাস, পাতার সূক্ষ বৃন্ত, বোটা অর্থে ব্যবহৃত; কখনো এর ব্যবহার কাঠি বা খড়কে অর্থে। যথা :

i. *খড়িকা* তাত্যাত-পাতে কর্ণ বাড়াইল। [চৈতন্য মঙ্গাল : জয়ানন্দ 16c]

ii. দ্বাদশ খড়িকা খাল্য পঞ্চাশ কুলকুচা : মনসামঙ্গাল বিষ্ণুপাল : 17-18c]

উপর্যুক্ত খড়িকা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু একটি উৎস (দীর্ঘ ঘাসের টুকরা অর্থে ব্যবহৃত) 'খটিক' থেকে নির্গত।

পট্টন (পত্তন) থেকে উদ্ভূত তদ্ভব 'পাটন' শব্দটি (৫৪৫ পৃষ্ঠা) বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যে (১৫ শতাব্দী) বন্দর/বন্দরে কাজ করা অথবা 'শহর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যবহার মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও আছে :

I. *বন্দর অর্থে*— দক্ষিণ পাটন [মনসামঙ্গাল : তন্দ্রবিভূতি পাণ্ডুলিপি 17c]

সিংহল পাটন [রায়মঙ্গল : কৃষ্ণরাম দাস]

II. *বন্দরে ব্যবসা করা অর্থে* : তোমার বাপে পূর্বে করিত পাটন : [পদমাপুরান : নারায়ণ দেব ।7c]

III. শহর অর্থে : স্ত্রী-পাটন দেশ পুরুষ নাহি তথা [কবীন্দ্র মহাভারত ।6c]

মধ্যযুগের কাব্যে 'পরিপূর্ণ' বা 'পূর্ণ' অর্থে 'ভরা' শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মালবহনকারী নৌকা হিসাবে 'ভরা' শব্দটির ব্যবহার আছে :

* *ভরা* দিল লাভ আশে। অর্থাৎ লাভের প্রত্যাশায় মালবহনকারী নৌকাটিকে চালানো হলো।

মধ্যযুগের কাব্যে 'ভার' বা 'বোঝা' অর্থেও শব্দটি প্রচলিত :

*নায়ে *ভরা* দিঞা [মনসামঙ্গাল : বিষ্ণু পাল]

*কাচ বাঁশে চড়া দিলে কত সহে *ভরা*। [মনসামঙ্গাল : বিষ্ণুপাল, রায়মঙ্গাল কৃষ্ণরাম দাস, অন্নদামঙ্গাল : ভারতচন্দ্র]

'ভরা' শব্দটি এখনো পূর্ণ বা 'বোঝাই নৌকা অর্থে ব্যবহৃত। যেমন :

ভরা ডুবি– বোঝাই নৌকা ডুবে যাওয়া

ভরার মেয়ে – চুরি করে ভরা নৌকায় নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে বিক্রি করা মেয়ে।

'বোঝা' অর্থে শব্দটি বাংলার সঙ্গে হিন্দি বা আসামিতেও আছে। টার্নার অনুসারে নিম্নে শব্দটির বিবর্তন দেয়া হলো :

৯৩৯৩ : *ভর* : ভারবহনকারী: লুণ্ঠিত মূল্যবান সম্পদ: বোঝা: [ঋকবেদ: কাব্য];

প্রাকৃত : *ভর* : বোঝা, পরিপূর্ণতা;

বাংলা : *ভর* : নির্ভরশীলতা, অধীনতা, নির্ভরশীল বস্তু ;
ভরা : বোঝা;
ভরি : অল্প ওজন : ১ তোলা ;

সিন্ধি : *ভরু* : খুঁটি ; *ভরী* : বোঝা ;

লাহন্দি : *ভরী* : ভারী বোঝা ;

পাঞ্জাবি : *ভর* : অপর্যাপ্ত ; *ভরী*; মুটের বোঝা, খড়ের আটি;

কুমায়ুন : *ভর* : পরিপূর্ণতা, নিশ্চয়তা, জামানত;

নেপালি : *ভর* : বিশ্বাস, সমর্থন, আনুগত্য,
ভরো : কর, ভাড়া;

আসামি : *ভর* : ওজন, সমর্থন;
ভরা : বোঝা;
ওড়িয়া : *ভরা* : বোঝা;
মৈথিলি : *ভর* : বোঝা, পরিপূর্ণতা;
হিন্দি : *ভর, ভরা* : বোঝা,
প্রাচীন গুজরাটি : *ভর* : মাল বোঝাই দুই চাকার গরুর বা ঘোড়ার গাড়ি।
গুজরাটি : *ভর* : গরুর বা ঘোড়ার গাড়ির বোঝা (ঘাস বা জ্বালানি কাঠ) পরিপূর্ণতা, পরিমাপ;
মারাঠি : *ভর* : বোঝা,
ভরা : যা দিয়ে শস্যের পরিমাপ করা হয়;
সিংহলি : *বর* : বোঝা।

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে লক্ষ করা যায় যে, 'বোঝা' অর্থে 'ভরা' শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকরেও 'মৈথিলী' বা 'মারাঠীতে' 'বোঝা' অর্থে শুধুমাত্র 'ভর' শব্দটি ব্যবহৃত। 'বোঝা' অর্থে 'ভর' শব্দের ব্যবহার মধ্য বাংলাতেও আছে :

*গর্ভের দেখিয়া *ভর* [চণ্ডীমঙ্গাল : মুকুন্দরাম 16c]

*বারি *ভরে* শুন মা নিশি-জাগরণ [মনসামঙ্গাল : বিষ্ণুদাস 16c]

[Putting your weight on the sacred pat. O mother, hear the night long episode]

*ডুবিল সবে কলি পাপ-*ভর*। [গৌরাঙ্গ বিজয় : চূড়ামণি দাস 16c]

অভিধানটিতে বানান বা উচ্চারণের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ এমন অনেক শব্দ আছে যা ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে নির্গত এবং ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। এ প্রসঙ্গে তদ্ভব 'আড়া' (৩৮ পৃষ্ঠা) শব্দটির উল্লেখ করা যায়। শব্দটির উৎস যখন 'অর্ধক' তখন তা পার্বত্য দেশ বা 'উচু তীর' অর্থে ব্যবহৃত, যথা :

*আশ্রয় পুখুরি *আড়া* (চণ্ডীমঙ্গাল : মুকুন্দরাম 16c)

*চারিখান *আড়া* কইল যেন মহীধর। [পূর্বোক্ত]

**আড়া* জঙ্গলে ভাঙ্গিয়া রাজা বড় পাইনু দুখ [পদ্মাপুরান : জগতজীবন ঘোষাল 18c]

*জলে ডাকে কুম্ভীর *আড়ায়* ডাকে বাঘ [শিবায়ন : রামেশ্বর]।

'আড়া' শব্দটি যখন 'আটক' থেকে এসেছে তখন তা 'শস্যের পরিমাপ' (চণ্ডীমঙ্গাল: মুকুন্দরাম) বা 'শস্য পরিমাপের ঝুড়ি' অর্থে (কৃষ্ণমঙ্গাল : মাধব আচার্য) ব্যবহৃত :

*আড়া ভরি ভরি সেঁচ জল .

'শাখা' বা 'গাছের ডাল' অর্থে ব্যবহৃত 'আড়া' শব্দটি এসেছে 'আড়ক' থেকে যার নমুনা আছে *করুণানিধান বিলাসে*। শব্দটি ক্রিয়া হিসাবেও ব্যবহৃত। টার্নারে 'আঢ়ক' থেকে নির্গত 'আড়া' শব্দের উদাহরণ আছে। শব্দটির বিবর্তন তুলে ধরা হলো :

১১০৬ *আঢ়ক* : শস্যের পরিমাপ/পরিমাণ

প্রাকৃত : *আঢ়গ* : পরিমাণ;

বাংলা : *আঢ়ি*, আড়ি : শস্যের পরিমাপ;

ওড়িয়া : *অঢ়া* : ধারণশক্তির পরিমাপ,
　　আঢ়ি : পরিমাপের পাত্র;

বিহারি : *আঢ়া* : শস্যের পরিমাপ;

গুজরাটি : *আঢ়* : স্তুপ; ধ্বংসস্তূপ,
　　আঢ়হিয় : বণিক বা সওদাগরের তুলার বড় গুদাম;

মারাঠি : *আঢ়ী, আড়ী* : কঞ্চির বেষ্টনী (দোহনের সময় গরুকে যার মধ্যে রাখা হয়)।

উপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে উল্লেখ করা যায় যে —

সুকুমার সেনে— প্রা : ভা : আর্য আঢ়ক > বাংলা আড়া : শস্যের পরিমাপ বা শস্য পরিমপক ঝুড়ি

টার্নারে-- প্রা : ভা : আ ; আঢ়ক> বাংলা আঢ়ি; আড়ি ; শস্যের পরিমাপ।

সুকুমার সেন থেকে এ-ধরনের প্রচুর শব্দের নমুনা উদাহরণসহ তুলে ধরা যায় :

পৃষ্ঠা ৫৮.১ *আলি* : তৎসম শব্দ : ক. ধানক্ষেত বা চারাগাছের নীচু সীমানা: প্রাচীর/ খ. উচু পথ, যে পথের উপর দিয়ে শুধু হাটা যায়।

*ক. *আলি* জাঙ্গাল দিল [উত্তরকাণ্ড : *রামায়ন* : কৃত্তিবাস]

*খ. উচে দিও সরবর নীচে দিও *আলি*।

২. *আলি* : ক্রিয়াশব্দ : আসিল

*আলিছিল নান্দের নন্দন [*শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* : বড়ু চণ্ডীদাস]

*ফেলাইয়া *আলি* । [অন্নদামঙ্গাল, ভারতচন্দ্র/ধর্মমঙ্গাল, ঘনরাম ।৯।

৩. *আলি* : অলিখিত : তদ্ভব শব্দ

*আর তায় আছে লেখা অপরূপ আলি।
কদমের তলে কৃষ্ণ বাজায় মুরলি॥

৪. আলি : অ+আলি ? স্বরবর্ণ

* *আলি* কালি ঘণ্টা-নেউর চরণে (চর্যা ১৭)

আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা (চর্যা-৭)।

পৃষ্ঠা ৫৮.১. *আলু* : অলকম : তদ্ভব শব্দ : আবর্জ্জনা, ময়লা [প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে রক্ষিত ধরের উৎকীর্ণ লিপি : 12-13c]।

২. *আলু* : তৎসম শব্দ : মিষ্টি আলু

ঝুরি দুই তিন খাইল *আলু* ওল পোড়া : [চণ্ডীমঙ্গাল : মুকুন্দরাম 16c]।

৩. *আলু* : আউল : ক্রিয়াশব্দ : উদাসীন, বিনাশপ্রাপ্ত

*পাত্রের দুর্নীতি দেখে ভাল আছি *আলু* [ধর্মমঙ্গাল : ঘনরাম 18c]

*ক্ষীর না হইল ধান্যে সব হল্য *আলু* [ধর্মপূজাবিধান 18c]।

পৃষ্ঠা ১৭৮. ১. *খড়ি* : খটিকা : তদ্ভব শব্দ : i. চক. সাদা ধুলি;

ii. চক দিয়ে জ্যোতিষ গণনা বা হিসাবের ক্ষেত্রে গণনা।

I. *খড়ি* উড়ে গায় [অন্নদামঙ্গাল : ভারতচন্দ্র 18c]

II. *খড়ি* পাড় [*শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* : বড়ু চণ্ডীদাস 16-18c]

খড়ি গুণ [মনসামঙ্গাল : বিষ্ণু পাল : 17-18c]

'কার'যুক্ত 'খটিকা' শব্দটি [খটিকাকার] থেকে এসেছে 'খড়িকার' যার অর্থ জ্যোতিষী/গণনা। যেমন :

*সব *খড়িকার* মেলি শুভক্ষণে পাতে খড়ি [রায়মঙ্গাল, ঘনশ্যাম 17c]

*খড়িকার আনে ডাক দিয়া [রায়মঙ্গাল, কৃষ্ণরাম দাস/দরঙ্গ রাজবংশাবলী 18c]

খড়িবজ্র (তদ্ভব খড়ি + তৎসম বজ্র) শব্দের অর্থ অভ্রান্তআকাট্য জ্যোতিষী। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গালে রাজজ্যোতিষী অর্থে ব্যবহৃত।'

উপর্যুক্ত শব্দ ব্যবহার থেকে লক্ষ করা যায় যে, সুকুমার সেন একটি শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শব্দ থেকে আরো যে-সব শব্দ এসেছে তারও উদাহরণ দিয়েছেন :

২. *খড়ি* : ক্রিয়া শব্দ খড় থেকে : নীচু ভূমি;
দেখিলাম *খড়ি* আর জাঙ্গাল [মনসামঙ্গাল : বিষ্ণুপাল]

৩. *খাড়* : খটি; খড়িক
ঘন দীর্ঘ ঘাস অর্থে *চণ্ডীমঙ্গালে* ব্যবহৃত।

পৃষ্ঠা ১৯৩ : ১ *খুড়ী* : খুড়া [<ক্ষুদ্রতাতঃ] থেকে;
ষোড়শ শতাব্দীতে পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত।

২. *খুড়ী* : খড়ম : তদ্ভব : জুতা বা কাঠের চটিজুতা বিশেষ
বাহিরে রাখিয়া *খুড়ী* গলায় বসন জুড়ি
প্রণাম করিল সদাচার। [রায়মঙ্গল : কৃষ্ণরাম দাস]

পৃষ্ঠা ৬৯০ : ১. বেহারা : ব্যবহারিক : তদ্ভব শব্দ;

শব্দটি ষোড়শ শতাব্দীর *চৈতন্যভাগবতে* (বৃন্দাবনদাস) জগন্নাথ পুরীর মন্দিরে যারা পরিচর্যার কাজ করে তাদের নির্দেশ করে।

২. *বেহারা* : বিহার-ঘরক : শয়ন ঘর :
সহচরী করে ধরি চলিলি *বেহারা* [কৃষ্ণমঙ্গল, মাধব আচার্য্য 16c]।

সুকুমার সেনের অভিধানে প্রাচীন অনেক শব্দ আছে যার কিছু নমুনা পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে।

র‍্যালফ টার্নারের *A COMPARATIVE DICTIONARY OF THE INDO-ARYAN LANGUAGES* অভিধানটিতে ইন্দো আর্য বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে শব্দ নেয়া হয়েছে। টার্নার এইসব শব্দের মধ্যভারতীয় আর্যের মধ্য দিয়ে বর্তমানকালে বিবর্তনের রূপটি তুলে ধরেছেন। অভিধানটিতে ইন্দো-আর্য বলতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান শাখাকেই বুঝানো হয়েছে যা আর্যরা বাংলাদেশে বহন করে এনেছে এবং যার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় ঋকবেদের স্তোত্রগুলিতে। অভিধানটিতে প্রধান শব্দ হিসাবে ইন্দো-আর্য ভাষার শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অথবা অনুমানসিদ্ধ গঠনের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেই ধরনের শব্দ নির্বাচিত হয়েছে, যার রূপ মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্যে আছে বলে অনুমিত।

অভিধানটির ১৫,০০০ হাজার প্রধান শব্দের বিবর্তন তুলে ধরতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের শব্দ উদ্ধৃত হয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০। এই শব্দাবলির তালিকা আছে অভিধানটির দ্বিতীয় খণ্ডে (লেডি টার্নার সংকলিত)। প্রতিটি খণ্ডেই শব্দগুলি সংখ্যাচিত্র দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে (১, ২, ৩----)। আর এল টার্নারের অভিধানটি অক্সফোর্ড ইউনিভর্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থের পরিচিতি ও ভূমিকার পরে সহায়ক গ্রন্থ ও যে সব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে শব্দ উদ্ধৃত তার তালিকা দেয়া আছে। টার্নার শব্দটির ব্যাকরণিক পরিচয়, উৎস এবং অর্থ-নির্দেশ করেছেন এবং দেশী বা অনার্য উৎস আগত শব্দ হলে সে তথ্য তুলে ধরেছেন। মধ্য ভারতীয় আর্যের মধ্য দিয়ে নব্যভারতীয় আর্য ভাষার আধুনিক স্তরে কোথায়, কিভাবে,

কোন অর্থে শব্দগুলি ব্যবহৃত তা তুলে ধরা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যস্তরের উল্লেখ আছে। যেমন :

৪. *অংশু (AMŚU)* : পুং : সোমলতার আশ [*শতপথ ব্রাহ্মণ*] সুতা, সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র খণ্ড/ রশ্মি,

পালি : *অংসু* : পুং : সূতা,

প্রাকৃত : *অংসু* : সূর্যরশ্মি ,

বাংলা : *আঁস* : গাছের তন্তু বা ফলের আঁশ বা কাপড়ের সরু বা সূক্ষ্ম সূত্র,

প্রাচীন বাংলা : *আঁসু*,

আসামি : *আঁহ* : চারাগাছের আঁশ,

ওড়িয়া : *আঁসু* : নারিকেল গাছের শাখার তন্তুময় স্তর; পাতার প্রান্তভাগ অথবা কাঁটা,

আঁস : তন্তু, বৃক্ষাদির মজ্জা।

সংস্কৃত 'আবত্ত' শব্দের 'রশ্মি' অর্থটি নব্যভারতীয় আর্য ভাষার আধুনিক স্তরে লুপ্ত হয়েছে।

১৬. *অক্কা AKKA* : মা : শব্দটি দ্রাবিড় থেকে এসেছে। তামিলে জ্যেষ্ঠ ভগ্নি অর্থে অক্কই AKKAI শব্দটি ব্যবহৃত।

প্রাকৃত : *অককা* : ভাগিনী, বোন, কুটনী,

মারাঠি : *অক্কা* : জ্যেষ্ঠ ভগিনী বা বয়স্ক স্ত্রীলোকের জন্য ব্যবহৃত সম্মানীয় শব্দ।

৪৯. *অগরু : AGARU* : সুগন্ধি ঘৃতকুমারী গাছ এবং কাঠ; শব্দটি দ্রাবিড় থেকে এসেছে। শব্দটি সংস্কৃত অভিধান-সংকলন জাতীয় গ্রন্থে আছে,

পালি : *অগলু*, অগগলু, অকলু : প্রলেপ, মলম : aa partic.

প্রাকৃত : *অগরু*, অগলুয়, অগরু : ঘৃতকুমারী গাছ ও কাঠ,

বাংলা,/আসামি : *অগরু*,

পাঞ্জাবি/নেপালি : *অগর*,

ওড়িয়া : *অগরু*,

হিন্দি : অগর, *অগুর*,

গুজরাটি : অগর, *অগ্রু* (agru)।

১১১ *অঙ্কুশ ANKUSA* : পুং, ক্লীব : আঁকশি, বড়ঁশি, ঋকবেদ : [ANKU : √~ ANC]

পালি : *অঙ্কুস, অঙ্কুসক* : আঁকশি, হাতী তাড়াবার লাঠিবিশেষ,

প্রাকৃত : *অংকুস* : অংকুসয়,
সিন্ধি : *অযু* : অঙ্কুর,
পাঞ্জাবি : *অঙ্কুস* : হাতী তাড়াবার লাঠিবিশেষ,
নেপালি : *অঙ্কুসে* : আঁকশি, বড়শি,
আসামি : *আকুহি* : ছকসহ লম্বা লাঠিবিশেষ,
বাংলা : *আকুসি*, আকসি,
ওড়িয়া : *আঙ্কুসা*, আঙ্কুসি : হাতী তাড়াবার লাঠি, ছকসহ লাঠিবিশেষ : লতাতন্তু,
বিহারি, মৈথিলি, ভোজপুরিয়া } *আঁকুস* : হাতী তাড়াবার লাঠি,
প্রাচীন আসামি : *আঁকুস* : জীবজন্তু তাড়াবার লাঠিবিশেষ,
হিন্দি : আঁকুস,
মারাঠি : অঁকুশী : ছকসহ ছড়ি,
সিংহলি : অকুসস : হাতী তাড়াবার লাঠিবিশেষ।

অভিধানটির প্রধান শব্দ অর্থাৎ শিরোনামে উল্লেখিত শব্দাবলির ধ্বনিতাত্ত্বিক গঠন আর্যভাষার প্রাচীন লিপিতে রক্ষিত রূপের সাথে অভিন্ন, কিন্তু যখন সংস্কৃত শব্দ আভ্যন্তরীণ বিকাশের মাধ্যমে অথবা বহিরাগত উৎস থেকে এসেছে তখন বৈদিক থেকে উৎসারিত বিভিন্ন কথ্য ভাষার রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক গঠন বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অনেক প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার আবরণে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের উদাহরণ আছে অভিধানটিতে। যেমন : ১১২২ ATAPYATE।

সংস্কৃতে আগত মুণ্ডা, দ্রাবিড়, বিভিন্ন অনার্য শব্দের রূপ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বলে অভিধানটিতে এ সব শব্দের জন্য একাধিক প্রধান শব্দ নির্দেশিত হয়েছে। যেমন :

৯৮৬৫ :

১. mayura : ময়ূর,
পালি : ময়ূর,
প্রাকৃত : মউর, মউল,
আসামি : মইরা,
বাংলা : মউর (maur)
সিংহলি : ময়ুরা।

২. mora : মোর,
পালি : মোর (mora),
প্রাকৃত : মোর (mora),
সিন্ধি : মোরু,
লাহন্দি পা : মোর (mor),
মৈথিলি-ভোজসুরিয়া : মোর,
হিন্দি : মোর,
হিন্দি উপভাষা : মুরহা।

৩. majjura : মজ্জুর [- yy > - jj ?]
অশোকলিপি : মজুর, মজুল, মজূল,
নেপালি : মজুর, মুজুর,
ওড়িয়া : মঞজুর, মঞ্জুর ?
প্রাচীন আসামি : মংকূর,
সিংহলি : মোদর, মোডর।

শব্দটি এসেছে দ্রাবিড় বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ময়ূক, মরূক থেকে। অনেকের মতে শব্দটি খোটানি (Khotanese) মুবাস-এর সাথে সম্পর্কিত যার উৎস ইন্দো-ইরানিয় ভাষার রং-নির্দেশক কোনো শব্দ। এ ধরনের আরো শব্দ আছে; যেমন ৩৪৪০ : KRMUKA, বা ১২৭৬৬ : ŚVAVIDDH ইত্যাদি।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার অধিকাংশ শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মরীতি ঋকবেদ থেকেই এসেছে। এ ধরনের প্রায় সব শব্দই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসলেও 'কাফরী' শব্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে এ কথা বলা যায় না। ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বেশ কিছু শব্দ/ধ্বনির ক্ষেত্রে ঋকবেদ এবং কাফরীতে বৈসাদৃশ আছে, যেমন ইন্দো ইউরোপীয় k, g, gh ঋকবেদে ś, j, h; কিন্তু কাফরীতে দন্ত্য ঘৃষ্ট (ts, dz); আবার ইন্দো ইউরোপীয় ভাষায় তালব্য স্বরের পূর্ববর্তী $g^{w}h$ (gh এর মত উচ্চারিত) ঋকবেদে 'h' এবং কাফরীতে (z) এর মত উচ্চারিত। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার শব্দাবলি প্রধান শব্দ থেকে উৎসারিত হলেও উপর্যুক্ত ধ্বনিসম্বলিত কাফরী ভাষার অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলি ঐ প্রধান শব্দ থেকে আসেনি; কারণ প্রধান শব্দগুলির রূপ ঋকবেদে রক্ষিত। অভিধানটিতে এ ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

১২৪৫২ : *শিরস ŚIRAS* :
পালি/প্রাকৃত : সির,

বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দি : সির,
কিন্তু কাফরি ভাষার শব্দগুলোতে :
কাতি (KATI) : ĆYUŔ, Min-Cir.
কালাস (KALASH) : CIR

৫১৯৩ : *জানতি JANATI* (জানা অর্থে)
পালি : জানতি,
প্রাকৃত : জাণই,
বাংলা : জানা,
হিন্দি : জাননা,
কিন্তু কাফরি ভাষায়—
দামেলি (DAMELI) ZAN।

১৩৯৬৩ *হনতি HANATI*
পালি : হনতি,
প্রাকৃত : হণই,
কিন্তু কাফরি গোষ্ঠীর ভাষায় 'h'='j' (z), যেমন—
কাতি : ZAŔ
বাশগলি : ǰAR
WAIGALI : JÁ, ZAR
দামেলি : ŹÁNUM।

এ ধরনের আরো শব্দ আছে, যেমন ৬২২৭ দশ das, ১৩৯৬১ হদস HADAS ইত্যাদি। প্রাচীন *gzh-এর বিভিন্ন বিকাশের ফলে সমান্তরাল দুটি রূপের [J (Jh) --ks] উদ্ভব ঘটেছে। এ দুটি রূপের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে অভিধানটিতে দুটি রূপই দুটি প্রধান শব্দ হিসাবে নির্দেশিত হয়েছে। যথা :

৩৬৬৩ : KsÁARATI (ক্ষরতি),
৫৩৪৬ : JHARATI (ঝরতি)।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্যমূলক শব্দের দ্বারা প্রাচীন রূপের বিচ্যুতি এবং নতুন রূপের উদ্ভব ঘটেছে তারও যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে অভিধানটিতে। যেমন ঈর্ষা-পরায়ণতা অর্থে ঋকবেদে দূতী [৬৪৮৭ DUDHI] শব্দের ব্যবহার ছিল, পরে শব্দটির বিচ্যুতি ঘটে সাদৃশ্যমূলক নতুন রূপ দুর্ধী (DURDDHI)র উদ্ভব ঘটেছে যা *মহাভারতে* ব্যবহৃত।

কোনো কোনো সমাসবদ্ধ শব্দে 'উৎ' এর পরে 'স্ত' (হ) বা 'শ' থাকলে 'ৎ' লুপ্ত হয়ে সংস্কৃতে যথাক্রমে উত্ত এবং উচ্ছ হয়। এরকম বিভিন্নধর্মী বিকাশের ফলে এসব ক্ষেত্রে প্রধান শব্দ হিসেবে যথাক্রমে উৎ-স্থ এবং উৎ-শ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, যেমন ১৯০০ 'উৎ-স্থাতি' এবং ১৮৫৩ 'উৎ-শীর্ষ'।

অভিধানটিতে বেশ কিছু বিশেষ্য শব্দ আছে যার মধ্যে কোনো না কোনো দিক দিয়ে অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিক বৈচিত্র্য আছে– সে সব শব্দকে 'Defective' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; যেমন ৯২৬৩ *BUKK শব্দটি। এ ধরনের কিছু বৈদিক শব্দের সমান্তরাল রূপের পরিচয় আছে ইরানিয় ভাষায়; আবার কিছু শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকেও গৃহীত। এ ধরনের অধিকাংশ শব্দেরই উৎস দ্রাবিড় বা মুণ্ডা; ফলে উপভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এসব শব্দ থেকে উৎসারিত শব্দাবলিতেও বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন :

৩২৬১ কুণ্ঠ : KUNTHA : নির্বোধ, অলস [ইরানীয় : কুন্দ বা *কুন্ত]
পালি : কুণ্ঠ,
প্রাকৃত : কুংঠ,
সিন্ধি : কুন্টু,
লাহন্দি : কুন্ট,
পাঞ্জাবি ঃ কুন্ট।

কুণ্ঠ শব্দটির সমান্তরাল রূপের শব্দ আছে ইরানিয় ভাষায়– কুণ্ঠ ~ পারশি কুন্দ যা মুণ্ডা বা দ্রাবিড় উৎসের সমান্তরাল শব্দের সাথে সম্পর্কিত। এ সব অনার্যের প্রভাবের কারণে 'কুণ্ঠ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলিতে বৈসদৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৯১২৪ বণ্ড BANDA বা ১০৭৮০ রুন্দ RUNDA-র উল্লেখ করা যায়।

ইন্দো-আর্য শব্দের বিবর্তনের স্বরূপটি স্পষ্ট হবে বিধায় কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১। ২৩৫৭ *উলপ ULAPA* : ঝোপ, গুল্ম, ঘাস, তৃণ;
প্রাকৃত : উলব, উলয়, উলবি : এক ধরনের তৃণবিশেষ,
বাংলা : উলু : চাল ছাওয়ার খড়বিশেষ,
আসামি : উলু : চাল ছাওয়ার তৃণবিশেষ,
হিন্দি : উলূ, উলূ, উলওয়া (ULWA) উলু : এ ধরনের লতা, শর বা তৃণ।

২। ২৩৫৮ *উলুলি ULULI* : উচ্চস্বরে ক্রন্দন বা চিৎকার
ঔলূলি ULULI : কোলাহলময়

প্রাকৃত : উলূলু : আনন্দ বা আনন্দ উৎসবের চিৎকার,
বাংলা : উলু, উলুলু : উৎসবে হিন্দু রমণীদের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি,
আসামি : উরুলি : যে কোন আনন্দপূর্ণ সঙ্গীতানুষ্ঠানে রমণীদের দ্বারা উচ্চারিত আনন্দ ধ্বনি।

৩. ২৩৫৯ *উলুক ULUKA* : ঋকবেদ
উরুক URUKA : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ } পেঁচা
পালি : উলূক,
প্রাকৃত : উলূঅ, উলূয় (ULUA, ULUYA),
পাঞ্জাবি : উল্লু : পেঁচা, নির্বোধ ব্যক্তি,
ওড়িয়া : উলু : নির্বোধ, বোকা,
হিন্দি : উলওয়া (ULWA), উরু-আ, উল্লু, উলু,
গুজরাটি, মৈথিলি : উল্লু : নির্বোধ ব্যক্তি।

৪. ২৩৮৯ *ঔষ্ণ* USWÁ : তপ্ত-ঋকবেদ :
ঔষ্ণক USNAKA : উত্তাপ :
পালি : উন্হ (UNHA), উন্,
প্রাকৃত : উণহ, উসিন : তপ্ত, উত্তাপ,
হিন্দি : উনাহ্ : গরম ভাপ, বাষ্প, গরম জলের ভাপ,
গুজরাটি : উনু, হুনু : তপ্ত, উষ্ণ,
মারাঠি : উনহ্ , উন : তপ্ত,
সিংহলি : উনু : তপ্ত
উণ : জ্বর।

২৪৪০. *উষর USARÁ* : লবণযুক্ত, লবণাক্ত মৃত্তিকা [শতপথ ব্রাহ্মণ]
পালি : উসর : লবণাক্ত, লবণাক্ত মাটি,
কুমায়ুনি : উসর : প্রস্তরময় অনুর্বর মাটি,
ওড়িয়া : উসর : লবণাক্ত মাটি,
বিহারি : উসর, উস্সর : কার্বনেট সোডাযুক্ত মাটি,
মৈথিলি : উসর : লবণাক্ত, অনুর্বর,
হিন্দি : উসর : লবণাক্ত, অনুর্বর, লবণাক্ত ভূমি,
প্রাচীন আসামি : উসর : লবণাক্ত মাটি,
আঞ্চলিক আওধি : উসর : অকর্ষিত ভূমি।

৬. ২৪৪১ : *উষ্মন : USMAN* : উত্তাপ (অথর্ববেদ),
উষ্মন : USOMAN } মহাভারত
উষ্মা : USMA

উষ্মক : *USMAKA* : কোশ জাতীয় গ্রন্থে;
পালি : উসুমা, উস্মা : উত্তাপ,
প্রাকৃত : উম্হ, উম্হা,
সিন্ধি : উস, সূর্যালোক,
লাহন্দি : হুস্স : হুস্সড় : ভাপসা গরম,
আসামি : উম : মৃদু গরম,
গুজরাটি : উফ : উষ্ণতা; হুফ : স্বাস্থ্যকর উষ্ণতা,
কঙ্কনি : হূম : ঘাম।

৭. ২৬০৫ : *কঙ্গু KANGU* : Panicum italiccum : [বরহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা]
পালি : কঙ্গু : জোয়ার জনার,
প্রাকৃত : ক.গু,
ওড়িয়া : কঙ্গু, কাঙ্গু, এক রকমের শস্য দানা, মটর বা শিম ইত্যাদি.
গুজরাটি : কাগ : এক ধরনের শস্যদানা
কাগরো : এ সব শস্যদানা বা মটর, শিমের তৈরি খাবার.
মারাঠি : কাঁগ, র্কাগু :, জনার জোয়ার।

৮. ২৬৬৯ *কণ্ট KANGTA* : গ্রামের সীমানা কোষজাতীয় গ্রন্থ,
প্রাকৃত : কংটী : গ্রামের নিকটবর্তী এলাকা, একটি পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চল, প্রতিবেশ, পাড়া,
হিন্দি : কটরা, কটড়া : একটি বেষ্টিত এবং অধ্যুষিত ভূমি বা অঞ্চল; যে শহরে বাজার বসে, বাজার, হাট, শহরতলি, নগরের উপকণ্ঠ, উপনগর।

৯. ২৮২৭ : *কর্চরী KARCARI* : a meddicinal substance.
কর্চরিকা : KARCARIKA : এক ধরনের পিঠা বা কেক,
প্রাকৃত : কচ্চরা : আচার বা কাসুন্দি যা লাউজাতীয় সবজি বা তরমুজ জাতীয় ফল শুকিয়ে মশলা দিয়ে ভেজে তৈরি করা হয়.
বাংলা : কচুরী : এক রকমের পিঠা বা কেক,
পাঞ্জাবি : কচবী : এক রকমের সবজী বা ফল,
ওড়িয়া : কচুরি, কচোরি : ময়দা এবং ডাল দিয়ে তৈরি এক ধরনের পিঠা।

উপর্যুক্ত শব্দগুলির বিবর্তন পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায় যে, কখনো ইন্দো-আর্য শব্দ বাংলা ভাষায় বিবর্তিত না হলেও সম্পর্কিত অন্যান্য শাখা ভাষায় হয়েছে। যেমন,

উলুক (২৩৫৯), উষ্ণ (২৩৮৯), উষর (২৪৪০), উষন (২৪৪১) কঙ্গু (২৬০৫), কণ্ট (২৬৬৯); কখনো সম্পর্কিত ভাষার শব্দগুলির মধ্যে রূপগত বা অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে। আবার কখনো এ বিবর্তন সামান্য পরিবর্তনসহ হয়েছে; যেমন উলপ (২৩৫৭), উলুলি (২৩৫৮), কর্চরী (২৮২৭); কখনো বা শব্দগুলির মধ্যে রূপগত বা অর্থগত বৈষম্য রয়েছে, যেমন উষ্মন (২৪৪১)।

উপর্যুক্ত উদাহরণে দেখা যায় যে, ইন্দো-আর্য উলপ বা উলুলি শব্দ দুটি একই অর্থে বিবর্তিত হয়েছে; তবে বাংলায় শব্দটির অর্থ সঙ্কুচিত হয়েছে। হিন্দি রূপের বৈচিত্র্য বা উ/ঊর পরিবর্তন (উলপ) অথবা ল/র বা স্বরবর্ণের পরিবর্তন (উলুলি) শব্দগুলির মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশে এনেছে। কর্চরী শব্দটির ক্ষেত্রে বাংলা ও ওড়িয়ার সাদৃশ থাকলেও পাঞ্জাবিতে শব্দটি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উলুক শব্দটি মূল অর্থ (পচা) পাঞ্জাবি খাড়া, অন্যান্য ভাষায় লুপ্ত এবং নির্বোধ অর্থটি নির্দেশিত। উষ্ণক শব্দটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার শাখা ভাষায় বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত, তবে এ ক্ষেত্রে অর্থগত বৈষম্যের চাইতে রূপগত বৈসাদৃশ্যই বেশি। কারণ অর্থগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও সবই উত্তাপ সম্পর্কিত।

আবার উপর্যুক্ত বাংলা বিবর্তিত শব্দগুলির মধ্যে ব্যবহার-বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। উলু শব্দটি যখন উলপ থেকে এসেছে তখন তার অর্থ চাল ছাওয়ার তৃণ; কিন্তু উলু শব্দটি যখন উলুলি থেকে উৎসারিত তখন এর অর্থ হিন্দু রমণীদের আজ্ঞাধ্বনি। যখন রূপগত দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ উলু ভিন্ন উৎস থেকে নির্গত তখন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত।

মূলত টার্নারের অভিধানটিতে ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক জরিপ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। অভিধানটিতে একদিকে ইন্দো-আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তরের রূপতাত্ত্বিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দ এবং সম্পর্কিত অন্যান্য ভাষার শব্দের বিবর্তনটি স্পষ্ট হয়। ফলে আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরের তুলনা, নব্যভারতীয় আর্যভাষার শাখা ভাষাগুলোর তুলনা বা বাংলা ও সম্পর্কিত ভাষাসমূহের শব্দাবলির ব্যুৎপত্তি নির্দেশে অভিধানটি গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সুকুমার সেন ও আর এল টার্নারের অভিধান দুটির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের ভিত্তিতে করা, দ্বিতীয়টিতে নেয়া হয়েছে ইন্দো-আর্য শব্দাবলি। সুতরাং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিধান দুটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দুটি অভিধানেই ১৫০০০ করে শব্দ প্রধান শব্দ হিসাবে নেয়া হয়েছে। প্রধান শব্দের অন্তর্ভুক্ত শব্দের সংখ্যা টার্নারে ১, ৫০,০০০ এবং সুকুমার সেনে ২০,০০০ হাজার-এর কারণ অবশ্যই টার্নারে শব্দাবলির সময়সীমার ব্যাপকতা এবং সুকুমার সেনে নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতা। তবে টার্নারের অভিধানটিতে যে পদ্ধতি অনুসৃত, সুকৃমার সেনে তা অনুপস্থিত। টার্নারের প্রথম খণ্ডে প্রধান শব্দগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধান শব্দের অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলি (মধ্য ভারতীয় ও নব্য ভারতীয় আর্য শব্দ) সংখ্যায় চিহ্নিত করে ভাষাভিত্তিক বিন্যাস করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ফলে একটি শব্দের সুষ্ঠু পরিচয় নির্ধারণ বা অনুসন্ধান কষ্টসাধ্য নয়। এই নিয়মতান্ত্রিকতার পরিচয় শব্দের বিবর্তনেও লক্ষ করা যায়। টার্নার প্রতেকটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ, অর্থ বা উৎস সম্পর্কে সচেতন। ইন্দো-আর্য ভাষার প্রাচীন স্তরে মূল ভাষার শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে যে শব্দের পার্থক্য সূচিত হয় (১২৪৫২), অথবা একই ধ্বনির বৈচিত্র্যময় বিকাশ KS ~Jh এর মত সমান্তরাল দুটি রূপের উদ্ভব ঘটায় (৩৬৬৩) ক্ষরতি, (৫৩৪৬) সরতি অথবা সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তনের ফলে বা অনার্য ও আঞ্চলিক প্রভাবে একটি শব্দ পরিবর্তিত হয় (৬৪৮৭ দূতী. দুর্ধী) বা একাধিক রূপের বিকাশ ঘটে (৯৮৬৫ ময়ূর) তা উদ্ধৃত শব্দের পরিচয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

টার্নারের অভিধানটির নামের সাথে বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে যা সুকুমার সেনে নেই। টার্নারের অভিধানটি ইন্দো-আর্য ভাষার তুলনামূলক অভিধান। শব্দ নির্বাচন করতে গিয়ে রচয়িতা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্রধান শব্দ হিসাবে সে সব ইন্দো-আর্য শব্দ গৃহীত হয়েছে যার রূপ মধ্যভারতীয় আর্য ও নব্য ভারতীয় আর্যে বিদ্যমান। একটি শব্দ বিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যেকটি স্তরে কোন অর্থে সমর্পিত বা প্রধান শব্দটি বিবর্তিত হয়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন শাখায় কোন রূপে, কোন অর্থে ব্যবহৃত তার উল্লেখ অভিধানটিতে রয়েছে। ফলে ইন্দো-আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তরের তুলনা অথবা নব্যভারতীয় আর্য ভাষার আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যকার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং অভিধানটির নামকরণে দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই। যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্য শব্দ অংশু (৪) সোমলতার আশ, সুতা, বা রশ্মি অর্থে ব্যবহৃত ছিল। পালি ও প্রাকৃতে শব্দটির অর্থ সঙ্কুচিত হয়েছে, প্রথমটিতে অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরে হয়েছে সূতা, পরবর্তী প্রাকৃত স্তরে হয়েছে সূর্যরশ্মি। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় রশ্মি অর্থটি লুপ্ত হয়েছে। আবার রূপগত দিক দিয়ে দেখা যায়. প্রা. ভা. আ. 'শু' ম. ভ. আ. তে 'স' হয়েছে এবং ন. ভ. আ. কখনো স কখনো হ। এভাবে আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তরের তুলনা যেমন সম্ভব তেমনি নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় শব্দটির সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যও তুলে ধরা সহজ। আবার কর্চরী (বা কর্চরিকা) শব্দটি (২৮২৭) প্রকৃতে কচ্চরা এবং নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার

শাখা ভাষায় কচুরী, কচরী বা কচুরি, কচোরি। এখানে প্রা. ভা. আ. ভাষার যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে যুগ্ম ব্যঞ্জনে এবং নব্য. ভা. আ. ভা-য় একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। অর্থগত দিক দিয়েও দেখা যায় যে, মূল অর্থ প্রাকৃতে লুপ্ত হলেও বাংলা বা ওড়িয়ায় রক্ষিত; কিন্তু পাঞ্জাবীতে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত।

সুকুমার সেনের নামকরণে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। অভিধানটির নাম বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তিগত অভিধান। কিন্তু 'ব্যুৎপত্তি' শব্দটি এখানে সীমিত অর্থে ব্যবহৃত। অভিধানটিতে শব্দের উৎস দেয়া আছে– বিবর্তন নয় (দু-একটি ছাড়া); অর্থাৎ একটি শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের মধ্য দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যে বা এর শাখা ভাষায় কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার পরিচয় এখানে স্পষ্ট নয়। দু-একটি উদাহরণ থাকলেও মূলত বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ 'ব্যুৎপত্তি'র কোনো সুষ্ঠু প্রমাণ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শব্দ নির্বাচনের সীমাবদ্ধতার কারণে অভিধানটিকে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার অভিধান বলা যায় না। শব্দগুলি নির্বাচিত হয়েছে ১০০০-১৮০০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়সীমার মধ্যে লেখা কাব্য বা রচনা থেকে, আধুনিক কোনো রচনা থেকে নয়। তৃতীয়ত, অভিধানটিতে প্রধান শব্দ হিসাবে শুধুমাত্র বাংলা অর্থাৎ তদ্ভব শব্দই নেয়া হয়নি। নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ—তৎসম, তদ্ভব বা অন্যান্য শব্দ নেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানেও অস্পষ্টতা রয়েছে।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় বা অনার্য উৎস সন্ধানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গটি উপেক্ষা করেছেন। বিচ্ছিন্ন দু-একটি শব্দ ছাড়া অধিকাংশ অনার্য শব্দই আর্যীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে বলে অনার্য থেকে আগত শব্দের উৎস সন্ধান তাঁর কাছে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে টার্নারের অভিধানটিতে প্রধান শব্দের পাশে অনার্য উৎসের উল্লেখের সচেতন প্রয়াস অভিধানটির গুরত্ব বৃদ্ধি করেছে। তবে টার্নারের অভিধানটিতে ব্যাপকভাবে শব্দের পরিচয়, তথ্য বা পারস্পরিক তুলনা থাকলেও নব্যভারতীয় আর্য ভাষার প্রাথমিক স্তরে শব্দটি কিভাবে বিবর্তিত তা স্পষ্ট নয়। মূলত অভিধানটিতে শব্দগুলির আধুনিক স্তরের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন রৌদ্র (১০৮৭২) থেকে প্রাকৃত রোদ্দ বা রুদ্দ'র মধ্য দিয়ে বাংলায় হয়েছে রোদ– সূর্যালোক অর্থে। কিন্তু শব্দটি বাংলা ভাষার প্রাচীন বা মধ্য স্তরের যে রৌদ্র (সুকুমার সেন ৮১০ পৃ.) রূপে প্রচলিত ছিল তার পরিচয় নেই। তবে তথ্য-নির্দেশের ব্যাপকতা বা সুষ্ঠু ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় প্রদানের প্রেক্ষিতে এ ধরনের দু-একটি ত্রুটি অত্যন্ত নগণ্য।

সুকুমার সেনের অভিধানটির যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর গুরুত্ব প্রাচীন শব্দের সুষ্ঠু নির্বাচনে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রিত রচনার পাশাপাশি অনেক দুষ্প্রাপ্য পুথি বা উৎকীর্ণ লিপি থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। মুদ্রিত রচনায় মতভেদের

যথেষ্ট অবকাশ থাকে বলেই সম্পর্কিত পুঁথিগুলি বিবেচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত অভিধানে বা শব্দকোষে নেই এ ধরনের অনেক সংস্কৃত শব্দ নির্বাচিত হয়েছে এবং বিশ্বস্ত প্রতিবর্ণীকরণের মধ্যমেই তা গৃহীত হয়েছে। অভিধানটিতে এমন অনেক শব্দ আছে এবং এক একটি শব্দের এমন অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে কোনো ধারণা ছিল না। এ ছাড়া বিদেশী দ্বারা সংকলিত শব্দকোষের ব্যবহার অভিধানটিতে বৈচিত্র্য এনেছে।

শব্দগুলির পরিচয় স্পষ্ট করে তুলে ধরবার জন্য সুকুমার সেন প্রচুর উদাহরণ টেনে এনেছেন এবং উদাহরণগুলি কোন সময়ের কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া তার উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থ বা দুষ্প্রাপ্য রচনার পরিচিতি বা ঐ সব রচনার ভাষা ও বিষয় সম্পর্কিত ধারণা, বিভিন্ন সময়ের শব্দ বা শব্দ ব্যবহারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরায় উদাহরণগুলির গুরুত্ব অপরীসীম। অষ্টাদশ শতাব্দীর হেয়াৎ মামুদ বা ভারতচন্দ্রের শব্দ-ব্যবহারের প্রবণতা ও পার্থক্য অথবা বিদেশী ও বাংলা শব্দ ব্যবহারের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হয়। সুকুমার সেনের অভিধানে উদাহরণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুদিত হয়েছে। ফলে গ্রামীণ শব্দ বা শব্দ ব্যবহারে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে সুকুমার সেন বা টার্নার কারো অভিধানই উপেক্ষনীয় নয়। টার্নারের গ্রন্থটি বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণে যেমন সহায়ক; তেমনি প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত শব্দের সুষ্ঠু পরিচয়-নির্দেশে সুকুমার সেনের অভিধানটিও গুরুত্বপূর্ণ। টার্নার অনেক বাংলা শব্দের উল্লেখ করেছেন যা সুকুমার সেনে নেই। আবার সুকুমার সেনে অনেক বাংলা শব্দের পরিচয় আছে যা টার্নারে পাওয়া যায় না। মূল দু'টি অভিধানের সহায়তায় বাংলা শব্দ বা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব॥

পরিশিষ্ট

ঘোলা, বতুল, আঙ্গুল পাঁঝি, ভিড়, আকুত, আগল, আউলিয়া, কারচোরি, গতিক, আগি-পড়া, আতটোপ, গুড়া, ধান, পড়িশাল, আকন, আচির-পাচির, অধিকাই, অপরশ, অমুক, আউল, আউলা, আঙ্গটিয়া, ইথে, উঘাড়, উড়ি, উচিড়য়া, ঠার, আকাণ্ডা, আন্দোলদন, আরদাস, আলুনি, উদ্ধতাঞি, উল, এল, ঠোটা, আল-গড়েছ, কসা, কামড়, কাঁঠি, খড়(অ) জাঠিয়া, খিলা, ঘটনা, ডোল, রই, নিয়র, আউফল, বিটঙ্ক, আতসমুসি, গৌণ, অভিরোষ, আড়া ও, খেগাড়ি, বেবহার, আউড়, চরাট, গারিয়ার, পল্ল, ঘেরাও, চৌকী, নিবিষ্টী, আঙালে জাঙালে, গারী, গুস্তী, অসুখড়, আচাভুয়া, গাঁদ-সাঁদ, বির্না, গোল।